মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৩

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd), নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (n.sultana@bb.org.bd) এবং শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৩

সম্পাদনা টিম

মূখ্য সম্পাদক

মোঃ জুলহাস উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুল হালিম, পরিচালক (গবেষণা)

সদস্যবৃন্দ

সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা)
নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক (গবেষণা)
শাহ্ মোঃ সুমন, উপপরিচালক (গবেষণা)

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০২৩)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৭১.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৪৮ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৬৭.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.২৫ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৬.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। *পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে জুন'২৩ শেষে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ ধীর হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৬.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মেগা-প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাসের কারণে প্রত্যাশামত রাজস্ব আদায় না হওয়া ও ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও তা সরকারের সংশোধিত বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই ছিল।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৫৭ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১৩.৬৬ শতাংশ) তুলনায় বেশ কম। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন'২২ শেষের ৮০.৮৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৭৭.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাত পণ্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের ফলে আমদানি হ্রাস পাওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার নীচে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৫৬.০২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৩৫.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৪৯ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ০.২৬ শতাংশ প্রকৃত হ্রাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। *উল্লেখ্য, মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ প্রশমনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে তারল্য সুবিধা দেওয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রেক্ষিতে জুন'২২ শেষের তুলনায় জুন'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৩ শেষের ৮.৩৯ শতাংশ এবং ৯.৩৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.০২ শতাংশ এবং ৯.৭৪ শতাংশ। *গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে, মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির ফলেই পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- *বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্যের উচ্চ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আগস্ট'২৩ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.২৪ শতাংশ এবং ৯.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- জুন'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৬২.৮৮ বিলিয়ন টাকা, যা মার্চ'২৩ ও জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৫৩৭.৬০ বিলিয়ন ও ২০৩৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা। *চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল সম্পদের ক্রমহ্রাসমান ধারা বিদ্যমান থাকলেও পরবর্তীতে তা ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফিরে আসে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।*
- জুন'২৩ শেষে আমানতের গড় ভারীত সুদ হার এবং আগামের গড় ভারীত সুদ হার জুন'২২ শেষের ৩.৯৭ শতাংশ এবং ৭.০৯ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৩৮ শতাংশ এবং ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়ায়। *বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কয়েক দফায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধিসহ আমানতের উপর সুদের হারের পরিসীমা প্রত্যাহার এবং ঋণের সুদ হার বাজারমুখী করার প্রয়াসের ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জুন'২৩ শেষে গড় ভারীত সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মার্চ'২৩ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১৬.২১ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ এবং মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা ও ১১৩৪.৪১ বিলিয়ন টাকা।

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রেমিট্যান্সের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও বাণিজ্য ভারসাম্য ও সেবা হিসাবে (service account) ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্যে (current account balance) উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, পোর্টফলিও বিনিয়োগ, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি (এমএলটি) ঋণ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি (নীট) ঋণের অন্তঃপ্রবাহের সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে (সংযোজনী-১)। মূলতঃ আর্থিক হিসাবে ঘাটতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পাওয়ায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে কিছুটা উদ্বৃত্ত সূচিত হলেও এ অর্থবছরের পূর্ববর্তী তিনটি ত্রৈমাসিকেই সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি থাকায় সামগ্রিকভাবে পুরো অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক লেনদেন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ*
  - এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ১৩০২৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৫৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৫.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন'২৩ শেষে ১৫৫৫৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫৫৭৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে জুন'২৩ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ১.৪৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ১০৮.৩৬ টাকায় দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুলাই'২৩ শেষে তা ১০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- জুন'২৩ শেষে গ্রস বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১২০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল ৫.১ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গ্রস বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে আগস্ট'২৩ শেষে ২৯২২৬.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০২৩)

বিশ্ব অর্থনীতির নানারূপ অনিশ্চয়তামূলক পরিবেশ এবং দেশীয় অর্থনীতিতে বিনিময় হারের উপর অবচিতির চাপ ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রণীত এ মুদ্রানীতিতে জুন'২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৩ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১১.০ শতাংশ এবং গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি অর্থবছর'২৪ এ ৬.০০ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে অনাকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন'২৪ শেষে নির্ধারিত সিলিংয়ের মধ্যে নামিয়ে আনা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরগুলোয় আর্থিক হিসাবে বড় ধরনের উদ্বৃত্তের বিপরীতে ২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঘাটতি সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে অব্যাহত ঘাটতির দরুন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ সৃষ্টি হয়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৭৭৮৬.৬১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৭১.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ১.১৮ শতাংশ ও ৪.৮০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২.৪৭ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৬.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৪৮ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫০ শতাংশের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৬.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.০৬ শতাংশ হ্রাস পায়। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসের প্রেক্ষিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে নীচে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডলার বিক্রয়ের দরুন আলোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।

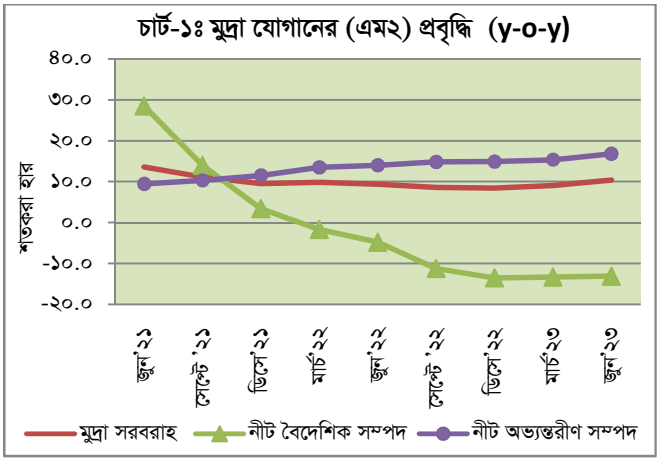

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

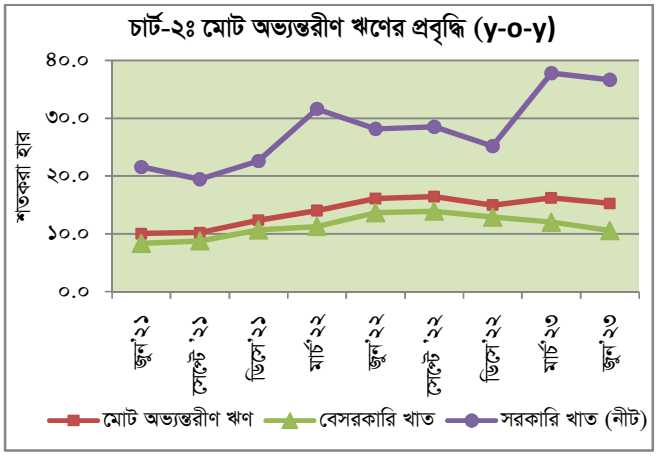

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৮১৫৯.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৬৭.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.০৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.২৫ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৬.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে জুন'২৩ শেষে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ ধীর হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি মার্চ'২৩ শেষের তুলনায় ১৯.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৩৮৭১.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৬.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, পণ্যমূল্যের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মেগা-প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাসের কারণে প্রত্যাশামত রাজস্ব আদায় না হওয়া ও ব্যাংকবহির্ভূত উৎস হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নীট ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে পূর্বের ঋণ পরিশোধিত হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৫৭ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১৩.৬৬ শতাংশ) তুলনায় বেশ কম (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন'২২ শেষের ৮০.৮৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৭৭.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মেয়াদ বর্ধিতকরণ সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাত পণ্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণে আমদানি হ্রাস পাওয়ার বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার নীচে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৬৭.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.২৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা জুন'২৩ এর *প্রক্ষেপিত পরিমাণ* (১১.৯০ শতাংশ হ্রাস) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৪.৭২ শতাংশ হ্রাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হ্রাস এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টির কারণ।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৫৬.০২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৩৫.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৯.০৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৮.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৬৩৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬০.৮৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২৮২০.১৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ১.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৭৪.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৪৯ শতাংশ, যা জুন'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ০.২৬ শতাংশ প্রকৃত হ্রাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (চিত্র-৩)। উল্লেখ্য, মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ প্রশমনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে তারল্য সুবিধা দেওয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রেক্ষিতে জুন'২৩ শেষে জুন'২২ শেষের তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

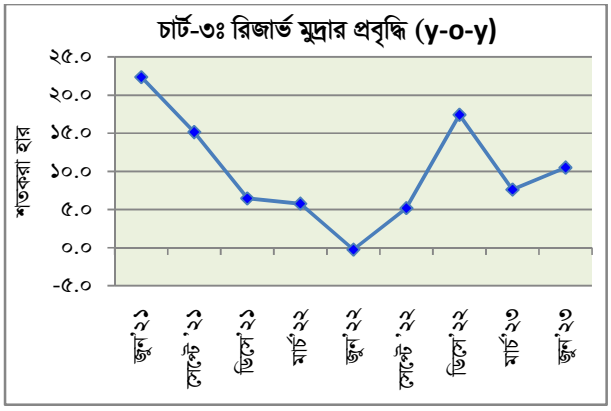

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

জুন'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৬২.৮৮ বিলিয়ন টাকা, যা মার্চ'২৩ ও জুন'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৫৩৭.৬০ বিলিয়ন ও ২০৩৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা। গত অর্থবছরের ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল সম্পদের ক্রমহ্রাসমান ধারা বিদ্যমান ছিল, যা পরবর্তীতে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফিরে আসে এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদের* গতিধারা

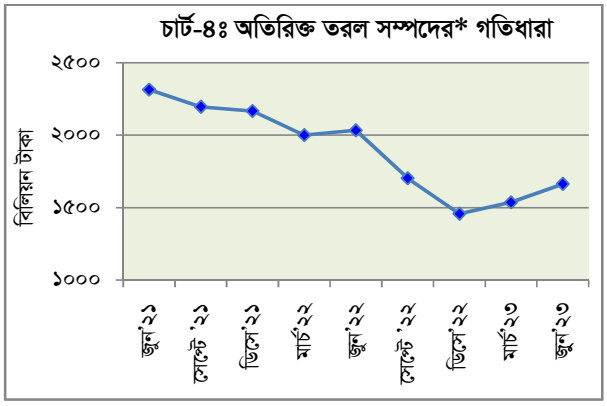

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইটসুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৪.৩৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৩.৯৭ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৪.৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার জুন'২২ শেষের ৭.০৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কয়েক দফায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধিসহ আমানতের উপর সুদের হারের পরিসীমা প্রত্যাহার এবং ঋণের সুদ হার বাজারমুখী করার প্রয়াসের ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জুন'২৩ শেষে গড় ভারীত সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হারের ব্যবধান (interest rate spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৩ শতাংশ, যা মার্চ'২৩ শেষে ছিল ২.৯৬ শতাংশ। আগামের সুদ হার অপরিবর্তিত থাকা এবং আমানতের সুদ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হারের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

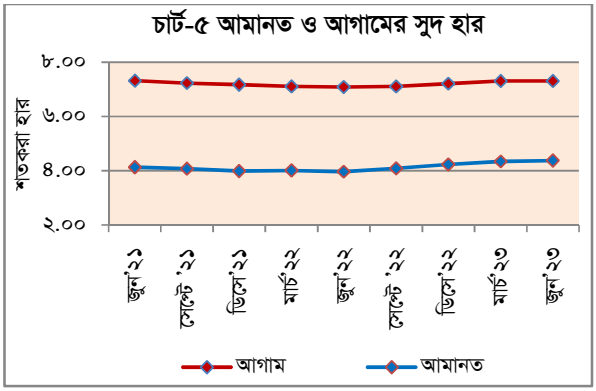

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও এর অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মার্চ'২৩ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১৬.২১ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২২ এবং মার্চ'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২০৬.৫৭ বিলিয়ন টাকা ও ১১৩৪.৪১ বিলিয়ন টাকা। মার্চ'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত[২] দাঁড়ায় ৮.৮০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২২ শেষের ৮.১৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের মার্চ'২২ শেষের ৮.৫৩ শতাংশের তুলনায় বেশি (চার্ট-৬)।

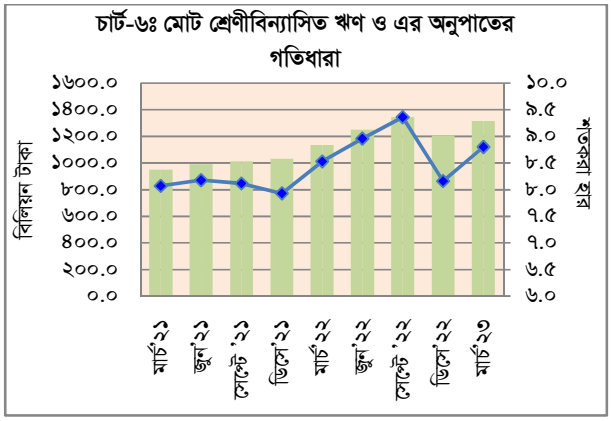

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৩ শেষের যথাক্রমে ৮.৩৯ শতাংশ এবং ৯.৩৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.০২ শতাংশ এবং ৯.৭৪ শতাংশ। মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই বৃদ্ধির ফলে মার্চ'২৩ শেষের তুলনায় জুন'২৩ শেষে গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিকভাবে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গড় ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৭১ শতাংশ ও ৯.৩৯ শতাংশ, যা মার্চ'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ৮.৩১ শতাংশ ও ৮.৫৩ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.৭৩ শতাংশ ও ৯.৬০ শতাংশ, যা মার্চ'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ৯.০৯ শতাংশ ও ৯.৭৩ শতাংশ।

[২] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আগস্ট'২৩ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২৩ শেষের যথাক্রমে ৯.০২ শতাংশ ও ৯.৭৪ শতাংশ থেকে আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.২৪ শতাংশ এবং ৯.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)*

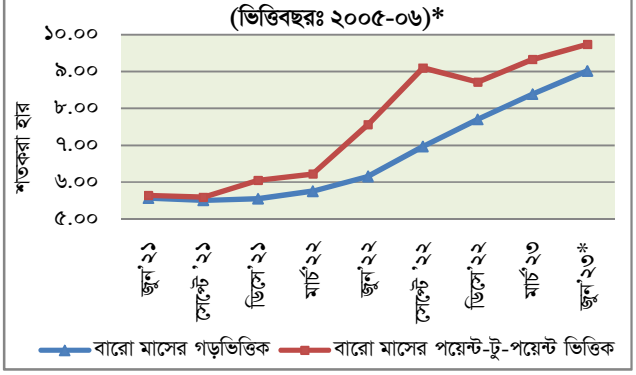

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
* জুন'২৩ এর ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর ২০২১-২২

মূলতঃ বৈশ্বিক অস্থিরতায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির আওতায় নীতি সুদ হার বৃদ্ধি, ঋণের সুদ হারের সীমা (ceiling) প্রত্যাহার ইত্যাদি ব্যবস্থাদি অর্থনীতিতে অর্থ ও ঋণের যোগান সীমিত করে মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এছাড়া, সর্বশেষ জুন, ২০২৩ মাসে পরিচালিত 'ইনফ্লেশন এক্সপেক্টেশন সার্ভে' এর ফলাফল হতেও আগামীতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসার ইংগিত পাওয়া গেছে।
অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-২ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ওভারনাইট রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৬.০০ ভাগ এবং নীতি সুদহার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে কার্যকর ছিল। উল্লেখ্য, মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলসমূহ অধিকতর কার্যকরী করার উদ্দেশ্য বিবেচনায় গত ১১ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৯তম সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি 'নীতি সুদহার করিডোর' প্রবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; যা ১লা জুলাই ২০২৩ হতে কার্যকর রয়েছে।

কল মানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৪.৫০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৬৮০.০২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩২৪৬.০৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩.৩৭ শতাংশ বেশি। কলমানি মার্কেটে লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি গড় ভারীত সুদ হার মার্চ'২৩ শেষের ৬.০৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৬.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

রেপোঃ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৬ দিন মেয়াদি ১২২৩.৮০ বিলিয়ন টাকার ১০৮৭টি দরপত্র, ৭ দিন মেয়াদি ১১৩৪.০৫ বিলিয়ন টাকার ১৫৩০টি দরপত্র এবং ১৪ দিন মেয়াদি ১৯২.৫০ বিলিয়ন টাকার ১৯০টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৬১টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৪ দিন মেয়াদি ১৩৪৭.৫১ বিলিয়ন টাকার ১৭৮৫টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১৭০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকার ২৩৯৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৭৮৬.৯৮ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২২.০৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭২২টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, সর্বমোট ২৬৪.৯০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৬৩১.৬৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫৬.৫৮ বিলিয়ন টাকার ৬৮৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১৭৫.০৬ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২১৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৩.২৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৪৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ১১২.৭৫ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৭৭.৯৫ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩৫.৩২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১৪২.৬৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৮.০১০৩ শতাংশ থেকে ৮.৭৫০০ শতাংশ এবং ৭.৯৮০০ শতাংশ থেকে ৮.৭৫০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৬০.৮৩ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের স্থিতির তুলনায় ১৬৩.০০ বিলিয়ন টাকা বা ৪.৬৬ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি (০৭ দিন, ১৪ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, ৩০ জুন ২০২৩ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের জন্য তারল্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৪-দিন মেয়াদি তারল্য সুবিধা 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)' গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ হতে প্রবর্তন করা হয় (ডিএমডি সার্কুলার নং-০৩/২০২২)। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক এর বিপরীতে তার অভিহিত মূল্যের ৫% মার্জিন রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকসমূহকে প্রদান করা হয়।

এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ এর ৪০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব নিলামে ৩৭৩.০২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১০১টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের expected profit rate এর ব্যাপ্তি ছিল ৫.৬০ শতাংশ থেকে ৭.৫০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ এর অনুষ্ঠিত নিলাম সংখ্যা ছিল ৪৫টি এবং এসব নিলামে ৪৪৯.৮৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আইবিএলএফ এর আওতায় ঋণ গ্রহণের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৩০২৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৫৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৫.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৫৫৫৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন'২৩ শেষে দাঁড়ায় ৫৫৭৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় এপ্রিল-জুন ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রেমিট্যান্সের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও বাণিজ্য ভারসাম্য ও সেবা হিসাবে (service account) ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্যে (current account balance) উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, পোর্টফলিও বিনিয়োগ, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি (এমএলটি) ঋণ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি (নীট) ঋণের অন্তঃপ্রবাহের সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে (সংযোজনী-১)। মূলতঃ আর্থিক হিসাবে ঘাটতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পাওয়ায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে কিছুটা উদ্বৃত্ত সূচিত হলেও এ অর্থবছরের পূর্ববর্তী তিনটি ত্রৈমাসিকেই সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি থাকায় সামগ্রিকভাবে পুরো অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে[৩] ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১.৪৪ ভাগ এবং ১৩.৭৬ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে জুন'২৩ শেষে ১০৮.৩৬ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৮)। উল্লেখ্য, মার্চ'২৩ এবং জুন'২২ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ১০৬.৮০ এবং ৯৩.৪৫ টাকা। মূলতঃ বিগত বছরে আর্থিক হিসাবে বড় ধরনের উদ্বৃত্তের বিপরীতে ২০২৩ অর্থবছরে ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধির সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতির চাপ বজায় রয়েছে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অবচিতির চাপ কমাতে ২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ১৩.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করেছে; যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭.৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

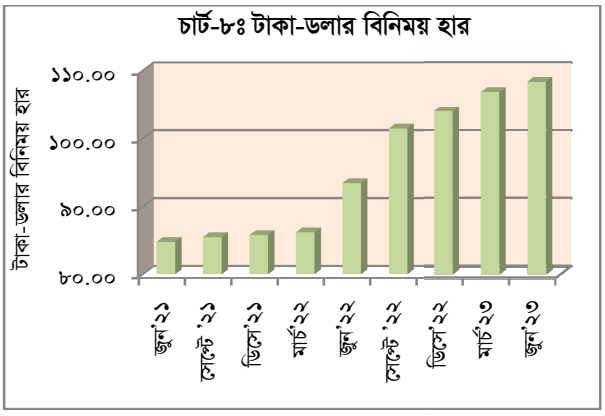

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাতীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে নগদ প্রণোদনার হার বৃদ্ধি এবং এ প্রণোদনা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সরকারি

[৩] টাকা-ডলার বিনিময় হারের (মাস শেষে) জন্য বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থায়নে বিদেশ সফরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং এক্সপোর্টার্স রিটেনশন কোটা হ্রাসকরণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহের দরুন রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে চলতি হিসাব ভারসাম্য পরিস্থিতি ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বিনিময় হারে অবচিতির চাপ কিছুটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ ২০২৩ শেষের ১০২.৬৫ থেকে ০.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৩ শেষে ১০১.৭৫ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.০৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৩.৬৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সূচকের এ হ্রাস প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদার দেশসমূহের মুদ্রার তুলনায় টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির ইংগিত বহন করে, যা সামনের মাসগুলোতে বৈদেশিক খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। জুন'২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ[৪] দাঁড়ায় ৩১২০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৫.১ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। মার্চ'২৩ এবং জুন'২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১১৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫.৮ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান) এবং ৪১৮২৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৬.৭ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান)। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গ্রস বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে আগস্ট'২৩ শেষে ২৯২২৬.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

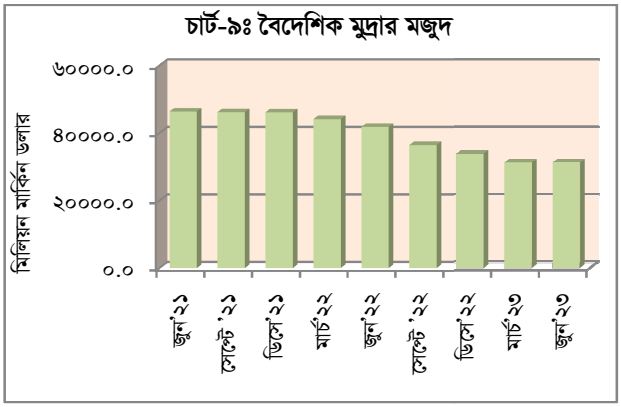

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। এপ্রিল-জুন, ২০২৩ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- দেশীয় অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলসমূহ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে গত ১১ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মনিটারি পলিসি কমিটি'র ৫৯তম সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি 'নীতি সুদহার করিডোর' প্রবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত 'নীতি সুদহার করিডোর' প্রবর্তনের মাধ্যমে ওভারনাইট রেপো সুদহারকে নীতি সুদহার হিসেবে বিবেচনাকরতঃ তা বিদ্যমান ৬.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৬.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্পেশাল রেপো সুদহারকে নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্দ্ধসীমা যা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার হিসেবে অভিহিত হবে

[৪] গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ

তা বিদ্যমান ৯.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৮.৫০ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো সুদহারকে নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নসীমা যা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার হিসেবে অভিহিত হবে, তা ৪.২৫ শতাংশ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৪.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ২০ জুন ২০২৩, jun202023mpd02.pdf (bb.org.bd))

- বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা জনগনের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ক্যাশলেস বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার আইনী কাঠামো, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিশ্লেষণপূর্বক 'ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন বিষয়ক গাইডলাইন্স' (বাংলা ও ইংরেজী) প্রণয়ন করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৫ জুন ২০২৩, jun152023brpd08.pdf (bb.org.bd))
- শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক অর্থনীতির গতিধারা অব্যাহত রাখা ও দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাজার ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের বাজার সুদকে ভিত্তি ধরে একটি রেফারেন্স রেট নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা SMART (Six-Months Moving Average Rate of Treasury Bill) নামে অভিহিত হবে। তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ৩% মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণ করতে হবে; এবং কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২% মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাজার ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার SMART+৫% এর অধিক হবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৯ জুন ২০২৩, jun192023brpd09.pdf (bb.org.bd) এবং ডিএফআইএম, ২০ জুন ২০২৩, jun202023dfim07.pdf (bb.org.bd))
- 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ এবং ৩১ মে ২০২১ তারিখে প্রকাশিত প্রসপেক্টাস অনুসারে ৮,০০০.০ কোটি টাকার ০৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক (ইজারা সুকুক) ইস্যু করা হয় যা কেবলমাত্র অভিহিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য ছিল। বর্তমানে প্রসপেক্টাসে বর্ণিত শর্তানুসারে উক্ত প্রকল্পের এক-তৃতীয়াংশ বাস্তবায়ন হওয়ার প্রেক্ষিতে সুকুকটি সম্মতমূল্যে সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ৩০ এপ্রিল ২০২৩, apr302023dmdl04.pdf (bb.org.bd))
- সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট সম্প্রসারণ এবং অধিকতর সক্রিয় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Market Infrastructure (MI) Module এর পাশাপাশি দেশের স্টক এক্সচেঞ্জ (ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) এর ট্রেডিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজের লেনদেন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্লাটফর্মসমূহে সরকারি সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি, নীতি, পদ্ধতি, সিকিউরিটিজ ও ফান্ড সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া, লেনদেনের পক্ষসমুহের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং লেনদেন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিবাদ (dispute) নিষ্পত্তির জন্য অনুসৃতব্য নির্দেশনাবলী সম্বলিত 'Guidelines on the Secondary Trading of Government Securities, 2023' প্রণয়ন করা হয়েছে । (বিস্তারিতঃ ডিএমডি, ০৬ জুন ২০২৩, jun062023dmd03.pdf (bb.org.bd))
- বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' (Small Enterprise Refinance Scheme) এর নাম পরিবর্তন করে 'নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' (Small Enterprise Refinance Scheme for Women Entrepreneurs) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এবং উক্ত তহবিলের পরিমাণ ১,৫০০.০ কোটি টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০০.০ কোটি টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি ২৫ জুন ২০২৩, jun252023smespdl06.pdf (bb.org.bd))
- রপ্তানি সহায়ক প্রাক অর্থায়ন তহবিল (Export Facilitation Pre-finance Fund (EFPF) হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী কোন গ্রাহক উক্ত নির্ধারিত রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিমূল্য অপ্রত্যাবাসিত (Overdue Export Bill) থাকলে EFPF এর আওতায় নতুনভাবে আর কোন ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবে না এরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বর্ণিত ঋণ সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা একই

গ্রুপভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির অনুকূলে Export Development Fund (EDF) হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর উক্ত রপ্তানিকারককে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও EFPF হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নেয়া হচ্ছে। এক্ষণে, যদি কোন রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি আদেশের বিপরীতে EDF অথবা EFPF হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের পর রপ্তানিমূল্য অপ্রত্যাবাসিত থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের পাশাপাশি উক্ত রপ্তানিকারকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা একই গ্রুপভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি তাদের নতুন রপ্তানি আদেশের বিপরীতে EFPF হতে কোন ঋণসুবিধা প্রাপ্য হবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৫ এপ্রিল ২০২৩, apr252023brpdl11.pdf (bb.org.bd))

১১। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের স্বল্পমেয়াদি বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ

- করোনা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি যখন পুনরুদ্ধারের দিকে গতিশীল হচ্ছিলো, তখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিরাজমান বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক খাতসমূহের উপর সৃষ্ট চাপের ফলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতও কতিপয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির চাপের কারণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহীতাকে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা পক্ষান্তরে মুনাফা হ্রাসের মাধ্যমে সম্পদের মান বা asset quality-তে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। একই সাথে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হারের বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ ঋণের তহবিল খরচ (cost of fund) কেও বৃদ্ধি করছে। এছাড়া, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার বিক্রির কর্মসূচী এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি ব্যাংকিং খাতের তারল্যে আরো চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে।
- মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বর্তমানে আর্থিক খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীল ও বিনিয়োগবান্ধব খাতসমূহে প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান অব্যাহত রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমুখী বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপসমূহ মূল্যস্ফীতিকে সীমিত রেখে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা এবং সরকার কর্তৃক নিবিড়ভাবে বাজার মনিটরিং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, রাজস্ব নীতি ও মুদ্রা নীতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত পদক্ষেপসমূহ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- তারল্য ও বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণসহ বিলাসবহুল এবং অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে আরোপিত বিধিনিষেধ অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, প্রচার ও প্রসারে উদ্ভাবনী চিন্তা কাজে লাগানো এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।
- আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাংকিং খাতে NPL হ্রাস এবং প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ নজরদারী এবং মনিটরিং জোরদার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের খেলাপী ঋণ হ্রাস করে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং তাদের পারফরমেন্স উন্নীতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করছে। উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদিও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) গেজেট আকারে (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৩) প্রকাশিত হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন্ড মার্কেটের ভূমিকা অপরিসীম হলেও দেশে বন্ড মার্কেট তেমন বিকশিত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে নির্ভরশীলতা

হ্রাস করে বন্ড ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের ইস্যু ও রি-ইস্যুকরণে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

উপসংহার

অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলোর জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসারের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার সূত্রে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকটাবস্থার মধ্যেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে নিরবচ্ছিন্ন ঋণ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ সীমিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির চাপ নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক সদা সচেষ্ট রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের (Balance of Payments) গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর'২০২২[স]	অর্থবছর'২০২৩[সা]	এপ্রিল-জুন:অর্থবছর'২২[স]	জানুয়ারি-মার্চ:অর্থবছর'২৩[সা]	এপ্রিল-জুন:অর্থবছর'২৩[সা]
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৩৩২৫০**	**-১৭১৫৫**	**-৮২১৯**	**-২৩২৬**	**-২৫২৯**
রপ্তানি (এফওবি)	৪৯২৪৫	৫২৩৪০	১২৭৫২	১৩৪৮০	১৩০২৮
আমদানি (এফওবি)	৮২৪৯৫	৬৯৪৯৫	২০৯৭১	১৫৮০৬	১৫৫৫৭
সেবা	-৩৯৫৫	-৪২৫৬	-১১৬১	-৯২০	-১৩৮১
প্রাথমিক আয়	-৩১৫২	-৪২৩৩	-৮৪২	-৮৪৯	-১৫২৩
মাধ্যমিক আয়	২১৭১৮	২২৩১০	৫৯৩১	৫৬৮৯	৫৭৭৫
তন্মধ্যেঃ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	২১০৩২	২১৬১১	৫৭৩৩	৫৫৪২	৫৫৭৬
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৮৬৩৯**	**-৩৩৩৪**	**-৪২৯১**	**১৫৯৪**	**৩৪২**
মূলধনী হিসাব	১৮১	৪৭৩	১৫	১১৬	১৮৬
আর্থিক হিসাব	**১৫৪৫৮**	**-২১৪২**	**৩৫৩৩**	**-৯৪৫**	**-৯৮**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (গ্রস)	৪৬৩৬	৪৫০৩	১১০৫	১১৫৩	৭২২
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	-১৫৮	-১৮	-৪৮	-১১	২৩
অন্যান্য বিনিয়োগ	১৩৭৮৯	-৩৭৩৫	৩৩৮৯	-১১২৪	-৩৯১
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)	৯৮১১	৮৬৮৯	৩১৯৫	১৫১৫	৩৬৭২
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৪৪৩	৫৩৩	১৮১	৪৪৮	৩১৫
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৬৫৬**	**-৮২২২**	**-৩৫৫৯**	**-১৩১৭**	**২৬৪**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২৩

সংযোজনী-২

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৩	২০২৩	২০২২	২০২২	২০২২	২০২১	মার্চ'২৩ এর তুলনায় জুন'২৩	ডিসেম্বর'২২ এর তুলনায় মার্চ'২৩	মার্চ'২২ এর তুলনায় জুন'২২	জুন'২২ এর তুলনায় জুন'২৩	জুন'২১ এর তুলনায় জুন'২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৬৭.২৮	৩০৯০.৮৩	৩১৯৩.৯৭	৩৬৪২.৯৯	৩৫৬৪.০১	৩৮২৩.৩৮	৭৬.৪৫	-১০৩.১৪	৭৮.৯৮	-৪৭৫.৭১	-১৮০.৩৯
							(২.৪৭)	-(৩.২৩)	(২.২২)	-(১৩.০৬)	-(৪.৭২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৫৭০৪.৪৭	১৪৬৯৫.৭৮	১৪৩৮৫.৭২	১৩৪৩৮.২৪	১২৭৩৫.০৬	১১৭৮৫.৫৮	১০০৮.৬৯	৩১০.০৬	৭০৩.১৮	২২৬৬.২৩	১৬৫২.৬৬
							(৬.৮৬)	(২.১৬)	(৫.৫২)	(১৬.৮৬)	(১৪.০২)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯২৬৭.৫০	১৮১৫৯.৫৭	১৭৬১৭.৬২	১৬৭১৭.৫০	১৫৬২৭.১২	১৪৩৯৮.৯৯	১১০৭.৯৩	৫৪১.৯৫	১০৯০.৩৮	২৫৫০.০০	২৩১৮.৫১
							(৬.১০)	(৩.০৮)	(৬.৯৮)	(১৫.২৫)	(১৬.১০)
i) সরকারি খাত (নীট)	৩৮৭১.৫৯	৩২৪৫.৬২	২৯৩৬.১৯	২৮৩৩.১৫	২৩৫৪.৯৪	২২১০.২৬	৬২৫.৯৭	৩০৯.৪৩	৪৭৮.২১	১০৩৮.৪৪	৬২২.৮৯
							(১৯.২৯)	(১০.৫৪)	(২০.৩১)	(৩৬.৬৫)	(২৮.১৮)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৫৪.৯২	৪৪৫.৮৭	৪২০.০৯	৩৭১.৯৯	৩৫৭.৭৯	৩০০.১৮	৯.০৫	২৫.৭৮	১৪.২০	৮২.৯৩	৭১.৮১
							(২.০৩)	(৬.১৪)	(৩.৯৭)	(২২.২৯)	(২৩.৯২)
iii) বেসরকারি খাত	১৪৯৪০.৯৯	১৪৪৬৮.০৮	১৪২৬১.৩৪	১৩৫১২.৩৬	১২৯১৪.৩৯	১১৮৮৮.৫৫	৪৭২.৯১	২০৬.৭৪	৫৯৭.৯৭	১৪২৮.৬৩	১৬২৩.৮১
							(৩.২৭)	(১.৪৫)	(৪.৬৩)	(১০.৫৭)	(১৩.৬৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৫৬৩.০৩	-৩৪৬৩.৭৯	-৩২৩১.৯০	-৩২৭৯.২৬	-২৮৯২.০৬	-২৬১৩.৪১	-৯৯.২৪	-২৩১.৮৯	-৩৮৭.২০	-২৮৩.৭৭	-৬৬৫.৮৫
							-(২.৮৭)	-(৭.১৮)	-(১৩.৩৯)	-(৮.৬৫)	-(২৫.৪৮)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৮৮৭১.৭৫	১৭৭৮৬.৬১	১৭৫৭৯.৬৯	১৭০৮১.২৩	১৬২৯৯.০৭	১৫৬০৮.৯৬	১০৮৫.১৪	২০৬.৯২	৭৮২.১৬	১৭৯০.৫২	১৪৭২.২৭
							(৬.১০)	(১.১৮)	(৪.৮০)	(১০.৪৮)	(৯.৪৩)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৯১৮.৮৮	৪৩৫২.৫২	৪৫২৫.৪১	৪২৫৯.০৫	৩৭৫৫.৫৫	৩৭৫৮.২৯	৫৬৬.৩৬	-১৭২.৮৯	৫০৩.৫০	৬৫৯.৮৩	৫০০.৭৬
							(১৩.০১)	-(৩.৮২)	(১৩.৪১)	(১৫.৪৯)	(১৩.৩২)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৯১৯.১৪	২৫৪৬.৬৯	২৬৮১.৮২	২৩৬৪.৪৯	২১২৬.৮৭	২০৯৫.১৮	৩৭২.৪৫	-১৩৫.১৩	২৩৭.৬২	৫৫৪.৬৫	২৬৯.৩১
							(১৪.৬২)	-(৫.০৪)	(১১.১৭)	(২৩.৪৬)	(১২.৮৫)
ii) তলবি আমানত	১৯৯৯.৭৫	১৮০৫.৮৪	১৮৪৩.৫৯	১৮৯৪.৫৬	১৬২৮.৬৯	১৬৬৩.১১	১৯৩.৯১	-৩৭.৭৫	২৬৫.৮৭	১০৫.১৯	২৩১.৪৫
							(১০.৭৪)	-(২.০৫)	(১৬.৩২)	(৫.৫৫)	(১৩.৯২)
খ) মেয়াদি আমানত	১৩৯৫২.৮৬	১৩৪৩৪.০৮	১৩০৫৪.২৮	১২৮২২.১৮	১২৫৪৩.৫১	১১৮৫০.৭	৫১৮.৭৮	৩৭৯.৮০	২৭৮.৬৭	১১৩০.৬৮	৯৭১.৫১
							(৩.৮৬)	(২.৯১)	(২.২২)	(৮.৮২)	(৮.২০)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৮৩৫.৮৫	৩৪৫৬.০২	৩৮০০.১২	৩৪৭১.৬২	৩২১১.৫৬	৩৪৮০.৭২	৩৭৯.৮৩	-৩৪৪.১০	২৬০.০৬	৩৬৪.২৩	-৯.১০
							(১০.৯৯)	-(৯.০৫)	(৮.১০)	(১০.৪৯)	-(০.২৬)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮৭৪.৯৮	২৮২০.১৮	২৯৭৪.৯৮	৩৪৭৭.৫৮	৩৪৪৭.৫৬	৩৬৬৯.১৭	৫৪.৮০	-১৫৪.৮০	৩০.০২	-৬০২.৬০	-১৯১.৫৯
							(১.৯৪)	-(৫.২০)	(০.৮৭)	-(১৭.৩৩)	-(৫.২২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯৬০.৮৭	৬৩৫.৮৪	৮২৫.১৪	-৫.৯৬	-২৩৬.০০	-১৮৮.৪৫	৩২৫.০৩	-১৮৯.৩০	২৩০.০৪	৯৬৬.৮৩	১৮২.৪৯
							(৫১.১২)	-(২২.৯৪)	(৯৭.৪৭)	(১৬২২১.৯৮)	(৯৬.৮৪)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১৫৭৪.১২	১১১৭.৯৮	১০৫৩.৪৪	৫৪৯.৩	১২৮.০৪	১৭২.৮৬	৪৫৬.১৪	৬৪.৫৪	৪২১.২৬	১০২৪.৮২	৩৭৬.৪৪
							(৪০.৮০)	(৬.১৩)	(৩২৯.০১)	(১৮৬.৫৭)	(২১৭.৭৭)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩১২০৩.০	৩১১৪২.৭০	৩৩৭৪৭.৭০	৪১৮২৭.০০	৪৪১৪৭.০০	৪৬৩৯১.০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	১৬৬২.৮৮	১৫৩৭.৬০	১৪৫৭.২৭	২০৩৪.৩৫	১৯৯৯.৭৪	২৩১৪.৬৩					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)		১৩১৬.২১	১২০৬.৫৭	১২৫২.৫৮	১১৩৪.৪১	৯৯২.১					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)		৮.৮০	৮.১৬	৮.৯৬	৮.৫৩	৮.১৮					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার	১০৮.৩৬	১০৬.৮০	১০৪.০১	৯৩.৪৫	৮৬.২০	৮৪.৮১					
(মাস শেষে)											
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০১.৭৫*	১০২.৬৫	১০৪.৮০	১১১.৩০	১১৫.৪৯	১১০.৭২					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৯.০২	৮.৩৯	৭.৭০	৬.১৫	৫.৭৫	৫.৫৬					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; *= প্রাক্কলিত;

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।